বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

আপনাদের এবং জনগণের শোষক, আপনাদের এবং জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه)) (آل عمران: 110)

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে, এবং আল্লাহ্'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।"
[সূরা আলি-ইমরান : ১১০]

শত শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিল্প, সামরিকসহ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বশীল এক শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মুসলিম তরুণরাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই উম্মাহ্'র ইতিহাস মুহাম্মদ আল-ফাতেহ্-এর মতো তরুণদের গৌরব অর্জনের ইতিহাস দ্বারা পরিপূর্ণ। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী বাইজেনটাইনদের (রোমানদের) পরাজিত করে কন্সটান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করেন এবং একে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত করেন। তারিক বিন যিয়াদ মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্পেন জয় করেন এবং একই বয়সে মুহাম্মদ বিন কাশিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বখতিয়ার খিলজী, যার আগমণে রাজা লক্ষণ সেন যুদ্ধ না করেই পালিয়েছিল, এই বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

হে সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণরা!

এটাই আপনাদের প্রকৃত ইতিহাস, হে মুসলিম তরুণরা! আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সর্ববৃহৎ মানব পতাকা তৈরির সস্তা গর্ববোধ নয়। বরং আপনারা মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে সম্মানজনক ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা যালিম শাসকদের সিংহাসন কাঁপিয়েছেন, একের পর এক ভূমিতে তাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার মজলুম জনগণকে মুক্ত করেছেন এবং দুর্নীতি, যুলুম ও নির্যাতন দূর করে ইসলামের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আপনাদের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, হে তরুণ সমাজ! সুদীর্ঘ ৪৩ বছর পর, এখনও আওয়ামী-বিএনপি শাসকেরা আপনাদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা জীর্ণ দশায় আর বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা আপনাদের পিতা-মাতার কষ্টার্জিত আয়কে শুষে নিচ্ছে। ৪৩ বছর পরও আওয়ামী-বিএনপি শাসকেরা আপনাদের জন্য সন্তোষজনক চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারেনি। জীবনধারণের জন্য এখনও আপনাদেরকে যেখানে সেখানে ধর্ণা দিতে হয়, ভিক্ষুকের মতো এ্যাম্বাসীগুলোর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। অন্যদিকে তারা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণজাগরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন অন্তঃসারশূণ্য ও প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগানের নামে আপনাদেরকে বিভিন্ন সস্তা সংগ্রামে মোহাচ্ছন্ন ও ব্যস্ত রেখে বিভক্ত, শোষণ এবং তাদের নোংরা রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তারা বিভিন্ন দেশী-বিদেশী অর্থলিপ্সু পুঁজিবাদী কোম্পানী, যেমন: মোবাইল অপারেটরগুলোকে, লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে তরুণদের টাকা কামানোর মেশিন বানিয়ে পকেট শুষে নেয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তাছাড়াও এই শাসকেরা পশ্চিমা সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং ড্রাগ্‌স, ইত্যাদির নেশায় আপনাদের ডুবিয়ে রাখে যেন আপনারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেন এবং তারা তাদের শোষণ এবং লুটপাট চালিয়ে যেতে পারে।

যেখানে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অধীনে আপনাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নাই, সেখানে কিভাবে আপনারা ভূখন্ড জয়, ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রসার কিংবা পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারে নির্যাতিত, আক্রান্ত, ধর্ষিত, জীবন্ত দগ্ধ এবং নিহত বোন ও ভাইদের রক্ষা করবেন! আর দূরবর্তী সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (CAR)-এর কথাতো বাদই দিলাম। এটাই আপনাদের বাস্তবতা, হে মুসলিম তরুণরা!

আর আপনারা এদেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন। জনগণ এবং নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের জন্য যালিম হাসিনা দেশকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। জনগণ এবং নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের গ্রেফতার-গুম এখন সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। যালিম পিতার এই যালিম কন্যা ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতেই সর্বত্র ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গোষ্ঠী উন্মত্তভাবে ইসলামকে আক্রমণ করছে। আওয়ামী-বিএনপি জোটের সংঘাতের রাজনীতির ফলে বাংলাদেশ আজ লাশ ও ধ্বংসস্তুপের জনপদ ছাড়া আর কিছুই না। বিদেশী শক্তিগুলো তথা মার্কিন-বৃটেন-ইইউ-ভারত-চীন-এর স্বার্থে তারা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বিদেশী কোম্পানীগুলোর কাছে তারা দেশের সম্পদকে তুলে দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা সমানে সমান। দুর্নীতিতে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে ... পদ্মা সেতু, হলমার্ক, রেলের কালোবিড়াল ... এই তালিকা সীমাহীন। আর এসবই ঘটছে যখন তারা খোদ রাজধানী ঢাকাতেই রান্নাঘরে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না!

হে সচেতন, সাহসী ও নিষ্ঠাবান তরুণরা!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, নিজেদের এবং দেশের জনগণকে মুক্ত করতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শুধুমাত্র ফেসবুক, টুইটার এবং ব্লগগুলোতে রাজনীতিবিদদের বিদ্রুপ করে হতাশা এবং ক্ষোভ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। দেশকে যালিম হাসিনা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করতে এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে। ইসলামী শাসনই আপনাদের ও জনগণের বিষয়াবলীর সঠিক দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবে। একমাত্র ইসলামী শাসনই মুসলিম উম্মাহ্'কে বিশ্বে নেতৃত্বশীল জাতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। আপনারা আরব দেশগুলোতে আপনাদের ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন,

তারা রাজপথে নেমেছে এবং তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, "তরুণরা যালিম শাসকের পতন চায়" এবং "এটা আল্লাহ্'র জন্য, এটা আল্লাহ্'র জন্য।"

ইব্রাহীম (আঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, যিনি সোচ্চার হয়েছিলেন এবং নির্ভীকভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন,

((وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ))

"এবং আল্লাহ্'র কসম, আমি তোমাদের দেবতাগুলোর পতন নিশ্চিত করবো..." [সূরা আল-আম্বিয়া' : ৫৭]। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সমাজকে আল্লাহ্'র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তা করেছিলেন, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, যখন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ আর নমরুদ ছিল হাসিনার চেয়ে বড় যালিম শাসক –

((قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ))

"তারা বলল: 'আমরা এক যুবককে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলে ডাকা হয়'।" [সূরা আল-আম্বিয়া' : ৬০]

হে মুসলিম তরুণরা!

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদের সামনে নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে:

১. ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের প্রতারণাপূর্ণ আহ্বানকে প্রতিহত করতে হবে এবং একমাত্র সঠিক আক্বীদা- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-উপর ভিত্তিতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান করতে হবে।

২. দুর্নীতিগ্রস্ত কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আওয়ামী-বিএনপি জোটের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. যালিম হাসিনা এবং আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে দেশে ইসলামী শাসন তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে।

৪. জনগণের মধ্যে খিলাফতের ব্যাপারে নিম্নোক্ত শক্ত জনমত তৈরিতে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে:

- খিলাফতই দেশের সকল নারী-পুরুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নিরাপত্তাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে; এবং উন্নত জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিবে।
- অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা দিবে এবং কোনরকম বৈষম্য ছাড়া তারা মুসলিমদের মতো সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
- ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও জনগণের সম্পদের লুটপাট বন্ধ করবে এবং সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সামগ্রিক সম্পদের বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।
- দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে তেল, গ্যাস এবং কয়লার মতো বিভিন্ন গণমালিকানাধীন সম্পদকে বেসরকারী এবং বিদেশী মালিকানার হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে এসব সম্পদকে জনগণের কল্যানে ব্যবহার করবে এবং দ্রুত ভারী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলবে।
- মুসলিম উম্মাহ্'কে ঐক্যবদ্ধ করবে, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলবে এবং মুসলিমদেরকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হতে মুক্ত করবে।

৫. যালিম হাসিনা এবং আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠায়, সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবি জানাতে হবে।

ইনশা'আল্লাহ্, এই মহান সংগ্রামের জন্য কেয়ামতের দিন আপনারা আপনাদের পুরষ্কার পাবেন, যেদিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"হাশরের দিন সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাঁর ছায়া দ্বারা ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হচ্ছে ... একজন যুবক যে আল্লাহ্'র ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠে...।"

১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩৫ হিজরী
১৪ই মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমির শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্‌রীর,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.khilafat.org | PeoplesDemandBD